মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী
জানুয়ারি, ২০১৯।

সভাপতি: ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়: ২৪-১-২০১৯; বেলা ১২.০০ ঘটিকা
সভার স্থান: মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (৬ষ্ঠ তলা)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং গত ২৩.১১.২০১৪ তারিখ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে সিরাজগঞ্জে ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা।	**০৯-০৪-২০১১**	৮ মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এর শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।	**বাস্তবায়িত**	
২	বাগেরহাটে ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা।	**১৫-০৩-২০১১**	১৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাগেরহাটের ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।	**বাস্তবায়িত**	
৩	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।	**১৮-০২-২০০৯**	২০১১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তর করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত**	
৪	সিরাজগঞ্জে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।	**০৯-০৪-২০১১**	৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামে ০১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলায় ২টি টিটিসি নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় নির্মাণাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৬২% ও কামারখন্দ সদর উপজেলায় নির্মাণাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৬৭% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদের আগেই এ দুটি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিটিসিসমূহ নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা ও বিএমইটি।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ
১	বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।	**প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ :** • SEIP প্রকল্পের সহায়তায় City & Guilds এর আওতায় বিকে-টিটিসি, ঢাকাতে Electrical, Scaffolding, Plumbing ট্রেডে, বিজি-টিটিসি,ঢাকাতে Bricklaying ট্রেডে, বিকে-টিটিসি, চট্টগ্রামে Electrical, Scaffolding ট্রেডে, রংপুর টিটিসিতে Scaffolding ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। • টিটিসি, সিলেটে ক্যাটারিং ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদি (জুলাই-ডিসেম্বর/২০১৮) ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও টিটিসি, সিলেটে যুগোপযোগী চাহিদা অনুযায়ী ক্যাটারিং ট্রেডে STEP এর আওতায় ৬ মাস মেয়াদি (জুলাই-ডিসেম্বর/২০১৮) ৪০ জনকে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকাতে Level-১ ও ২ আইএলও এর সহায়তায় House keeping প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে City & Guilds এর আওতায় Level-১ এ ৬ মাস (জুলাই-ডিসেম্বর/২০১৮) মেয়াদি House keeping কোর্সে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • শুধুমাত্র বিকে-টিটিসি,চট্টগ্রামে Programmable logic ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদি (জুলাই-ডিসেম্বর/২০১৮) ১৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে BMET এর আওতায় স্বল্পমেয়াদে পরিচালিত নিম্নবর্ণিত ০৮টি ট্রেডের কারিকুলাম NTVQF অনুযায়ী যুগোপযোগী করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ১) মেরিন ডিজেল আর্টিফিসার ২) মিড লেভেল গার্মেন্টস সুপারভাইজার ৩) Computer Aided Design Operation ৪) প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার ৫) প্যাটার্ণ মেকিং ৬) ডাক্ট ফেব্রিকেশন ৭) প্লাস্টিক মেশিন অপারেটর ৮) পাইপ ফিটিং ইতোমধ্যে ৮টি ট্রেডের কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড Standard and Curriculum Development Committee (SCDC) এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। এ বিষয়ে আইএলও এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আইএলও এ কাজে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। • বিকে-টিটিসি, চট্টগ্রামে ২০১৩ সালে ০৩টি, ২০১৪ সালে ০২টি, ২০১৫ সালে ০২টি, ২০১৬ সালে ০৫টি এবং ২০১৭ সালে ০৫টি সহ সর্বমোট ১৭ টি ট্রেডে বর্তমানে বিকে-টিটিসি, চট্টগ্রামে NTVQF কারিকুলামে Level-১, ২ ও ৩ এ বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • ডিসেম্বর/২০১৮ মাস পর্যন্ত ২০ টি টিটিসি'তে ড্রাইভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SEIP প্রকল্পের	ক) দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করণের চলমান কার্যক্রমসমূহ আরো গতিশীল করতে হবে।	ক) বিএমইটি

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>সহায়তায় ৪ মাস মেয়াদী কোর্সে ১ম ও ২য় ব্যাচে ৭০১ জন প্রশিক্ষাণার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ৬২৮ জন লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ ব্যাচে (মে-আগস্ট/২০১৮) ৬৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৫৪ জন লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যাচে ৭৯৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর Assesement কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া জানুয়ারি/২০১৯খ্রিঃ থেকে আরো ৪১ টি টিটিসিতে ড্রাইভিং কোর্স চালু করা হচ্ছে।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২</td>
<td>বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।</td>
<td>
<u>ক) শ্রমবাজারের চাহিদা সংগ্রহ:</u>
বিদেশস্থ শ্রম বাজারের চাহিদা সম্বলিত তথ্যাদি শ্রম উইং ও মন্ত্রণালয়ের মিশন শাখা হতে বিএমইটি সংগ্রহ করে থাকে। সংগৃহীত নতুন ট্রেড অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

<u>খ) ভাষা প্রশিক্ষণ:</u>
<table>
<tr><th>টিটিসি’র নাম</th><th>ভাষার নাম</th></tr>
<tr><td>বিকে, চট্টগ্রাম / টিটিসি, রাজশাহী/ পাবনা/ রংপুর/ রাঙ্গামাটি/ নোয়াখালী/ ময়মনসিংহ/ নীলফামারী/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ মাদারীপুর ও নাটোর/ কুষ্টিয়া/ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া/ জয়পুরহাট/ মানিকগঞ্জ/ বরগুনা/ গোপালগঞ্জ/ সাতক্ষীরা/ লক্ষীপুর/ কুমিল্লা/ কেরানীগঞ্জ.</td><td>কোরিয়ান</td></tr>
<tr><td>শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা, বিজি-ঢাকা, মহিলা টিটিসি, টিটিসি নড়াইল/ গাইবান্ধা/ জয়পুরহাট/ পিরোজপুর/ চট্টগ্রাম/ মৌলভীবাজার/ বরিশাল/ ময়মনসিংহ/ পাবনা/ খুলনা/ রংপুর/ সিলেট/ পাবনা/ ময়মনসিংহ/ বরিশাল</td><td>ইংরেজি</td></tr>
<tr><td>বিকে-ঢাকা টিটিসি, মহিলা টিটিসি- চট্টগ্রাম, পাবনা টিটিসি</td><td>আরবি</td></tr>
<tr><td>বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি টিটিসি</td><td>ক্যান্টনিজ</td></tr>
<tr><td>বি-কে টিটিসি, ঢাকা, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকা, বি-কে টিটিসি, চট্টগ্রাম, টিটিসি, কেরানীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মাগুরা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, নরসিংদী, মাদারীপুর, যশোর, জয়পুরহাট, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, যশোর, গাইবান্ধা ও প্রবাসী কল্যাণ ভবন</td><td>জাপানিজ</td></tr>
</table>
জানুয়ারি- ডিসেম্বর/২০১৮
<table>
<tr><th>ভাষার নাম</th><th>প্রশিক্ষণের মেয়াদ</th><th>প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>জাপানিজ</td><td>৪ মাস</td><td>১২৮৭ জন</td></tr>
<tr><td>কোরিয়ান</td><td>০২ মাস</td><td>১১৪৯ জন</td></tr>
<tr><td>ইংরেজি</td><td>২ মাস</td><td>৭৭৮ জন</td></tr>
<tr><td>আরবি</td><td>০২ মাস</td><td>৪২ জন</td></tr>
<tr><td>চায়নিজ (ক্যান্টনিজ)</td><td>০৩ মাস</td><td>১৭৭ জন</td></tr>
</table>
</td>
<td>ক) বিদেশস্থ শ্রমবাজারের চাহিদা ও নতুন ট্রেডের তথ্য শ্রম উইং হতে সংগ্রহপূর্বক যথাবিহিত প্রচারসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

খ) যেসকল টিটিসিতে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে সেগুলোর ভাষা ভিত্তিক পৃথক পৃথক কেন্দ্র সংখ্যা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে।</td>
<td>ক) অভিবাসী কল্যাণ /গবেষণা ও নীতিমালা অনুবিভাগ, এবং বিএমইটি।

খ) বিএমইটি</td>
</tr>
</table>

		• ২০১৮ সালে সৌদি আরবগামী মহিলা গৃহকর্মীদের হাউজ কিপিং কোর্সে ৪৪,৩৫২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • গৃহকর্ম পেশায় বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, ঢাকাতে ই-লার্নিং এর মাধ্যমে ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। • আরবি, ইংরেজি, জাপানিজ, কোরিয়ান, ক্যান্টনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য ৭২ জন খন্ডকালীন ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। **<u>গ) নতুন ট্রেড চালুকরণ:</u>** নির্দেশনা প্রদানের পর নতুন ট্রেড চালুর জন্য একটি স্টাডি করা হয়েছে। স্টাডি শেষে ১২টি ট্রেড চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ট্রেডসমূহ নিম্নরুপ: ১. ক্যাটারিং ২. প্লাস্টিক টেকনোলজি ৩. টেক্সটাইল টেকনোলজী ৪. স্ক্যাফোল্ডিং ৫. পলিশিং এন্ড আফোলস্ট্রি ৬. পেইন্টিং ৭. সিএনসি মেশিন অপারেশন ৮. ফুটওয়ার এন্ড লেদার প্রোডাক্ট ৯. বিউটিফিকেশন ১০. সোলার সিস্টেম ১১. মেকাট্রনিক্স ১২. এলুমিনিয়াম ফ্রেব্রিকেশন। নতুন ১২টি ট্রেডের মধ্যে সিলেট টিটিসি'তে ক্যাটারিং এবং যশোর ও নাটোর টিটিসি'তে প্লাস্টিক টেকনোলজি-এই দুটি ট্রেড ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ট্রেডগুলো চালুর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ''২৭ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ, আধুনিকায়ন ও সংস্কার'' শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	গ) নতুন ১২টি ট্রেড চালুর বিষয়ে আরও তৎপর হতে হবে।	গ) বিএমইটি

<table>
<tr>
<td>৩</td>
<td>বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি (Young Working Force) বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td><u>নিম্ন জন্মহার প্রবণ দেশে কর্মী প্রেরণ:</u>
• IM Japan এর সাথে মন্ত্রণালয়ের MOU অনুযায়ী শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২টি ব্যাচে সর্বমোট ৩০ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন জাপানে গমন করেছে এবং চলতি ৩য় ব্যাচে প্রি-ডির্পাচার ট্রেনিং সম্পন্ন করে ২০ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ফেব্রুয়ারি/২০১৯- এর মধ্যে জাপান গমন করবেন।
• ৪র্থ ব্যাচে কন্সট্রাকশন পেশায় ৪০ জন এবং ২য় ব্যাচে কেয়ারগিভার পেশায় ২৫ জন মহিলা টেকনিক্যাল ইন্টার্নকে জাপানে প্রেরণের নিমিত্ত তাদের ৪ মাস মেয়াদী ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ট্রেনিং সম্পন্ন করে তারা মে/২০১৯- এ জাপান গমন করবেন।
• আগামী মার্চ/২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২০ পযন্ত ১ বছরে আরও ১০০০ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন জাপানে গমন করবে মর্মে IM Japan এর পক্ষ হতে জানানো হয়েছে।

খ) জাপানে কেয়ারগিভার পেশায় বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বিএমইটির অধীনস্থ কেরানীগঞ্জ ও পাবনা টিটিসিতে ৪ মাস মেয়াদী কেয়ারগিভার ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ১ম ব্যাচে ২২ জন এবং ২য় ব্যাচে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।</td>
<td>জন্মহার কম এমন দেশের চাহিদা অনুযায়ী এদেশের যুবশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td>
<td>যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)
ও
বিএমইটি</td>
</tr>
<tr>
<td>৪</td>
<td>নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।</td>
<td><u>নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :</u>
<table>
<tr><th>বছর</th><th>নারী অভিবাসনের মোট সংখ্যা</th><th>গৃহকর্মী ছাড়া অন্য পেশায় গমনকারীর সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>২০১৫</td><td>১,০৩,৭০১</td><td>১১,২৬৫</td></tr>
<tr><td>২০১৬</td><td>১,১৮,১৫৮</td><td>৯,৯৬৯</td></tr>
<tr><td>২০১৭</td><td>১,২১,৯৪১</td><td>১৪,৭৩১</td></tr>
<tr><td>জানু- ডিসেম্বর/১৮</td><td>১,০১,৬৯৫</td><td>১০,৯২৭</td></tr>
</table>
• নারী কর্মীদের জন্য গৃহকর্ম পেশা ব্যতীত অধিকতর শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গার্মেন্টস ট্রেডে ৩৭ টি টিটিসিতে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
• মহিলাদের অধিকতর শোভন পেশায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসিতে City & Guilds এর সহায়তায় ৪৮০ ঘন্টার Level-১ এ আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন হোটেলে হাউজ কিপিং পেশায় ৩০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• অধিকতর আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত Engineer, Manager, Receptionist, Mechine Operator, Factory worker, Quality Checker, Fish Cutter, Chef/Cook & Safey Controller, Cleaning labour, Swear, Manufacturing, Erector, Steel</td>
<td>ক) অধিকতর আকর্ষণীয় পেশায় নারী কর্মীর অভিবাসন বৃদ্ধি করতে হবে।</td>
<td>ক) যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)
ও
বিএমইটি</td>
</tr>
</table>

		Fixer, Manufacturing, Sea Guard, Waiter, Marketing Specialist, Baby Sitter, Office Assistant পেশায় মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। **খ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং:** মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি হতে এ বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। মনিটরিং জোরদার করণের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কক্ষে Real Time Surveillance ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।	খ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	খ) যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ) ও বিএমইটি
৫	দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।	**মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম প্রতিরোধ:** • মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিএমইটির অধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উন্নয়ন মেলা এবং প্রতি বছর ১৮ ডিসেম্বর দিনব্যাপী আর্ন্তজাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। • বৈদেশিক কর্মসংস্থান এর জন্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ডিইএমওসহ অধীন অন্যান্য দপ্তর নিয়মিত লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার বিতরণ ও TVC প্রদর্শন এর মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চলমান আছে। • BMET, TTC এবং IMT-তে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে জনসাধারণকে বিদেশে কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। • অভিবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান IOM এবং ILO এর প্রস্তুতকৃত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বুকলেট এবং ভিডিও চিত্রসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শিত হচ্ছে। • মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরের সামাজিক মাধ্যম ফেইসবুকেও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য অবহিত করা এবং জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করা হয়। • এছাড়া মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার একটি তথ্যবহুল Website রয়েছে। Website ব্যবহার করে দেশের জনসাধারণ বিদেশে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত পদ্ধতি ও যাবতীয় দিক নির্দেশনামূলক তথ্যাদির বিষয়ে সম্যক ধারনা লাভ করতে পারে। • এ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযান অব্যাহত আছে।	• মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসংস্থান, এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং অনুবিভাগ এবং বিএমইটি

৬	এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অভিবাসন ব্যয় অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৌদিআরবসহ যে ১৬টি দেশের Country Specific অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিএমইটি'র অধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ডিইএমও সমূহের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে। সকলের অবগতির জন্য মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির Facebook, ওয়েবসাইট ও তথ্য বাতায়নে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়াও লিফলেট ও পোস্টারে এই তথ্য সন্নিবেশ করে বিতরণ করা হচ্ছে।	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৬ টি দেশের অভিবাসন ব্যয় যথাযথভাবে প্রচারপূর্বক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	কর্মসংস্থান, এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং অনুবিভাগ এবং বিএমইটি
৭	প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	**প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক:** সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকে রুপান্তর করা হয়েছে। ব্যাংকটির জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।	ব্যাংকটির তফসিলি ব্যাংকের তালিকাভুক্তির প্রেক্ষিতে সর্বশেষ গৃহীত পদক্ষেপ প্রতি সভায় অবহিত করতে হবে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
৮	প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**বিদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকল্পে দাম্মামে স্কুল নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়ের লক্ষ্যে দূতাবাস হতে প্রেরিত পত্রের আলোকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাম্মামস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (ইংরেজি কারিকুলাম) এর জমি ক্রয়সহ ভবন নির্মাণ বাবদ ৬৩.০০(১৮.০০+৪৫.০০) লক্ষ এস.আর সমপরিমাণ ১৩.৮৬ কোটি টাকার প্রাক্কলন বোর্ড সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়।	বিদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা অধিশাখা ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
৯	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	ক) নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান: বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত 'শ্রম বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ বিষয়ক কার্যক্রম' এর আওতায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান Project Interaspect Consultants কর্তৃক ৫৩টি দেশের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। অনুমোদিত মেথডলজি অনুযায়ী Project Interaspect Consultants Firm ইতোমধ্যে ১২টি দেশে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ৫৩টি দেশের তথ্য সংগ্রহ করে সার্বিক কার্যক্রম সম্বলিত দেশভিত্তিক খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেছে।	ক) বিএমইটি শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত গবেষণার উপর একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	ক) গবেষণা ও নীতিমালা অনুবিভাগ/ দক্ষতা ও উন্নয়ন তহবিল/ বিএমইটি
১০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম	**বাস্তবায়িত**		

	উইং-এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান-ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লিষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।			

সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত ১০টি নির্দেশনার মধ্যে ৯টি নির্দেশনাই চলমান প্রকৃতির এবং সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বর্ণিত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় আর কোনও আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/
২৪/১/১৯
(ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।